নমামি গঙ্গের টাকা জলে ঢেলেছেন মোদী, তোপ জয়রাম রমেশের

বিশেষ সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি: বিহারে যখনই বিজেপি ক্ষমতায় থেকেছে বিহারবাসীকে বঞ্চিত করা হয়েছে। বিহারে ১০০ দিনের টাকা নিয়ে নয়ছয় করা হয়েছে। দূষণমুক্ত হয়নি গঙ্গা। বরং 'জলে গেছে' কেন্দ্রীয় সরকারের হাজার হাজার কোটি টাকা। শনিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে এমন ভাবেই নিশানা করেছেন কংগ্রেসের অন্যতম সাধারণ সম্পাদক জয়রাম রমেশ। ২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রীর গদিতে বসার পরই নরেন্দ্র মোদী গঙ্গাকে দূষণমুক্ত করার শপথ নিয়েছিলেন। গঙ্গা দূষণমুক্তির পুরোনো প্রকল্পে ধর্মীয় আবেগ জুড়ে নতুন নাম হয় 'নমামি গঙ্গে'। জলসম্পদমন্ত্রকের সঙ্গে গঙ্গা পুনরুজ্জীবন নামের দফতরও যোগ করেন। মোট ২০ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দের অর্ধেকেরও বেশি এখনো পর্যন্ত খরচ হয়ে গেছে। তবে গঙ্গার দূষণ কমেনি বলে বিভিন্ন সমীক্ষার রিপোর্টে উঠে এসেছে। কয়েক বছর আগে এ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে বিরোধীরা সরব হতেই কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের ওয়েবসাইট থেকে সে রিপোর্ট উধাও হয়ে গিয়েছিল বলে অভিযোগ ওঠে। বিষয়টি নিয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছিল কেন্দ্রীয় সরকারের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ। নমামি গঙ্গা প্রকল্প নিয়ে এদিন বিজেপিকে নিশানা করে জয়রাম রমেশ এক্স হ্যান্ডেলে বলেন, 'পটনা শহর ও শহরতলির দূষিত, বর্জ্য জল যাতে সরাসরি গঙ্গায় না পড়ে, সেজন্য ১১টি 'স্যুয়ারেজ ট্রিটমেন্ট প্লান্ট' তৈরির ঘোষণা করা হয়েছিল। কিন্তু তৈরি হয়েছে মাত্র ৪টি। পটনাকে 'স্মার্ট সিটি' বানানোর কর্মসূচি আর নমামি গঙ্গে প্রকল্পের তহবিল গঙ্গার জলেই ভেসে গেছে। অথচ দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা বিহার আরবান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন' নাকি বরাদ্দ ৩,২৮৮ কোটি টাকার প্রায় সবটাই খরচ করে ফেলেছে! মোদীজী কি বলতে পারবেন, কেন জনগণের টাকা এ ভাবে নয়ছয় করা হল?' প্রধানমন্ত্রী মোদীর উদ্দেশ্যে একাধিক প্রশ্ন তুলে এক্স হ্যান্ডেলে জয়রাম রমেশ লেখেন, 'কোথায় গেল পটনার স্মার্ট সিটি আর নমামি গঙ্গের তহবিলের অর্থ? বিহতা বিমানবন্দর কি কখনো তৈরি হবে? বিজেপি কেন পেপার লিক আটকাতে পারল না? কেন পটনা বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের তকমা দেওয়া হল না? ২০১৯-২০২০ বন্যার সাক্ষী থেকেছিল পটনা। কিন্তু এখনো পটনার স্মার্ট সিটি আর নমামি গঙ্গে প্রকল্পের তহবিলের বিশাল অঙ্কের টাকা পড়ে রয়েছে। এই প্রকল্পের অধীনে ১১টি নিকাশি প্রকল্পের অনুমোদন মিললেও মাত্র ৪টি প্রকল্পের কাজ শেষ হয়েছে। ক্যাগ রিপোর্টে বলা হয়েছে নমামি গঙ্গে প্রকল্পের অধীনে ১১টি প্রকল্পের কাজ শেষ হয়নি যদিও বিহার আরবান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনকে পুরো অর্থই বরাদ্দ করা হয়েছিল। এখন পটনার নিকাশি প্রকল্পগুলি শহরের অর্ধেক বর্জ্য নিষ্কাষণ করতে পারে তাই বাকি বর্জ্য সরাসরি গঙ্গাতেই ফেলা হচ্ছে। নমামি গঙ্গের মতো এত বড়ো পরিকাঠামো প্রকল্পের কাজ কেন ঢিলেমি ভাবে চলছে? প্রধানমন্ত্রী কি বলবেন কেন সরকারি অর্থ নিয়ে নয়ছয় করা হল? ২০১৬ সালে অনুমোদন পায় বিহতা বিমানবন্দরের কাজ। কিন্তু ৮ বছর হয়ে গেলেও প্রকল্পের কাজই শুরু হয়নি। প্রধানমন্ত্রী বলবেন কি কেন উড়ান প্রকল্পের অধীনে বিহারকে বঞ্চিত করা হল?' জয়রাম রমেশ আরও দাবি করেন, '২০১৩ সালে ইউপিএ আমলে বক্সার বিদ্যুৎ প্রকল্পের মউ সই হয়েছিল। কিন্তু বড়ো বড়ো কথা বললেও ওই প্রকল্পের কাজ পাশে সরিয়ে রাখা হয়েছে। বিহারবাসীর বঞ্চিত করা হয়েছে। ৫০০ দিন ধরে চৌসার বাসিন্দারা বিজেপি আর স্থানীয় বিদ্যুৎ সংস্থার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করছে। ২০১৯ সালে বিদ্যুৎ সংস্থা ১০৫০ একর জমি অধিগ্রহণ হয়েছিল বিদ্যুৎকেন্দ্র তৈরি করতে। জমি দেওয়া প্রতিটি পরিবারের একজন করে চাকরি পাবে বলে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। ৫ বছরে কেন প্রতিশ্রুতি পূরণ হল না। বিজেপি কেন চৌসার কৃষকদের বঞ্চিত করল?'

আজ মাঝরাতে আছড়ে পড়বে রেমাল

১ পাতার পর

২৮ মে পর্যন্ত পর্যটকদের সমুদ্র সৈকতে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। আবহাওয়াবিদদের মতে, রবিবার মাঝরাত থেকে সোমবার সকালের মধ্যে দিয়ে শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় হিসাবে পশ্চিমবঙ্গের সাগর ও বাংলাদেশের খেপুপাড়ার মধ্যে দিয়ে স্থলভাগে ঢুকবে। তাই গোটা সুন্দরবনকে ঝড়ের সরাসরি অভিঘাত সহ্য করতে হবে। হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস অনুযায়ী, রবিবার ভারী থেকে অতিভারী (১২-২০ সেন্টিমিটার) বৃষ্টি হতে পারে উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, কলকাতা, হাওড়া, হুগলি জেলায়। দক্ষিণবঙ্গের এই ৬ জেলার জন্য লাল সতর্কতা জারি করা হয়েছে। বিশেষ করে উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা আর পূর্ব মেদিনীপুরের কয়েকটি জায়গায় অতি অতিভারী বৃষ্টি হতে পারে। ভারী বৃষ্টি হবে বলে পশ্চিম মেদিনীপুর, নদিয়া আর পূর্ব বর্ধমান জেলার জন্য কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে। দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলাতেও ভারী বৃষ্টি হতে পারে বলে হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। সোমবারও ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টি হতে পারে বলে লাল সতর্কতা জারি করা হয়েছে নদিয়া আর মুর্শিদাবাদ জেলার জন্য। ভারী বৃষ্টির জন্য কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে বীরভূম, পূর্ব বর্ধমান, হুগলি, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা আর হাওড়া জেলায়। দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলার জন্য হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। রবিবার সকাল থেকেই হাওয়ার দাপট বাড়বে। রবিবার উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ঝড়ের গতিবেগ হতে পারে ঘণ্টায় ১০০-১২০ কিমি। কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, পূর্ব মেদিনীপুরে ঝড়ের গতিবেগ হতে পারে ঘণ্টায় ৭০-৯০ কিমি। নদিয়া, পূর্ব বর্ধমানে ঘণ্টায় ৫০-৬০ কিমি গতিতে ঝোড়ো হাওয়া বইবে। সোমবার নদিয়া আর মুর্শিদাবাদে ৬০-৭০ কিমি গতিতে ঝোড়ো হাওয়া বইবে। উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, বীরভূম, পূর্ব বর্ধমানে ঘণ্টায় ৪০-৬০ কিমি গতিতে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। ঘূর্ণিঝড় রেমালের জেরে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে রবিবার পূর্ব রেলের লক্ষ্মীকান্তপুর-নামখানা, শিয়ালদহ-লক্ষ্মীকান্তপুর, শিয়ালদহ-বজবজ, শিয়ালদহ-ক্যানিং, শিয়ালদহ-ডায়মন্ড হারবার রুটে এক জোড়া করে লোকাল ট্রেন বাতিল থাকবে। সোমবার লক্ষ্মীকান্তপুর-নামখানা রুটের ৫টি, শিয়ালদহ-লক্ষ্মীকান্তপুর রুটের ৭টি, শিয়ালদহ-ডায়মন্ড হারবার রুটের ৩টি, শিয়ালদহ-ক্যানিং রুটের ২টি জোড়া, শিয়ালদহ-সোনারপুর রুটের এক জোড়া, শিয়ালদহ-বজবজের ২ জোড়া, শিয়ালদহ-বারুইপুরের ২ জোড়া, শিয়ালদহ-বারাসত-হাসনাবাদ রুটের ৩ জোড়া ট্রেন বাতিল থাকবে। সোমবার এক জোড়া ক্যানিং লোকাল, একটি নামখানা লোকাল আর এক জোড়া ডায়মন্ড হারবার লোকালের সময় বদলানো হয়েছে। অন্যদিকে, ঘূর্ণিঝড় রেমালের জন্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে রবিবার দুপুর থেকে সোমবার সকাল পর্যন্ত প্রায় ২৪ ঘণ্টা কলকাতা বিমানবন্দরে বিমান ওঠানামা বন্ধ থাকবে।

হিরণ বুঝলেন কেশপুর

১ পাতার পর

অধিকারী লুঙ্গিবাহিনীর হাতে বাঁশ, লাঠি দিয়ে নামিয়েছেন আমাকে ঘেরাও করার জন্য। এই তো সৌজন্যের নজির! মুখে মিষ্টি কথা আর কাজে লুঙ্গিবাহিনীকে ব্যবহার। এর পর আরও বিতর্কিত মন্তব্য করেন হিরণ। তিনি বলেন, লুঙ্গিবাহিনী তো গুটিয়ে লুঙ্গি পরে, ওদের লুঙ্গি খুলিয়ে সোজা করে পরাব। হিরণের অভিযোগ, তাঁর গাড়ির সামনে শুয়ে বিক্ষোভ দেখান গ্রামবাসীরা। রাস্তায় আগুন জ্বেলেও বিক্ষোভ দেখানো হয়। তাঁদের অবশ্য তৃণমূল কর্মী-সমর্থক বলে দাবি করেছে বিজেপি। তারকা প্রার্থীকে শুনতে হয় 'চোর' স্লোগানও। রাজ্য পুলিশ ও কেন্দ্রীয়বাহিনীর ভূমিকার সমালোচনায় সরব হন হিরণ চট্টোপাধ্যায়। এসব সত্ত্বেও তাঁর বক্তব্য, '৪ জুনের পর জিতে এসব কিছুর উত্তর আমি দেব।' উল্লেখ্য, এই কেশপুরের বিশ্বনাথপুর গ্রামে গিয়ে নিখোঁজ ব্যক্তির পরিবারের সঙ্গে দেখা করে সমবেদনা জানাতে গিয়েই 'ট্রোল' হয়েছিলেন হিরণ। সেই ভিডিও ভাইরাল হয়। আর ভোটের দিনও সেই কেশপুরেই প্রবল প্রতিরোধের মুখে পড়লেন তিনি। তবে শনিবার কমিশনের বিশেষ নজর ছিল নন্দীগ্রামের দিকে। বিভিন্ন বুথে তৃণমূল ও বিজেপির মধ্যে গোলমালে উত্তপ্ত ছিল নন্দীগ্রাম। আরিজ আফতাবের ভূমিকায় ক্ষুব্ধ রাজ্য বিজেপি নেতৃত্ব। দলের রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য অভিযোগ করেন, মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক আরিজ আফতাব নির্বাচন কমিশনে মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করছেন। যতটা সক্রিয় ভূমিকা নেওয়া উচিত ছিল মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের সেই সক্রিয়তা দেখা যায়নি। এর আগেও তাঁর ভূমিকা নিরপেক্ষ ছিল না। তিনি বলেন, 'বিভিন্ন কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থীদের বাধা দেওয়া ও তাদের ওপর আক্রমণ হয়েছে। তবে এত হিংসা ও সন্ত্রাস সত্ত্বেও যে কটি আসনে ভোট হয়েছে সবকটি আসনেই তৃণমূল কংগ্রেস হারবে।' তবে ষষ্ঠ দফার ভোট নিয়ে খুশি তৃণমূল। রাজ্যের মন্ত্রী ব্রাত্য বসু বলেন, 'এই পর্বে ভোটের যে হার, তাতে মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত উৎসাহ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রামে খুচরো ঝামেলা ছাড়া শারীরিকভাবে ভোট শান্তিপূর্ণ হয়েছে।'

মমতার তোপে ঊষারানি মণ্ডল

১ পাতার পর

বিধায়ক ঊষারানি মণ্ডলকে নিয়ে আগেও বিতর্ক হয়েছিল। বিশেষত তাঁর বাংলাদেশি পরিচয় নিয়ে। একুশের বিধানসভা নির্বাচনে এই ইস্যুতে তাঁর মনোনয়ন বাতিলের দাবি তুলেছিল বিজেপি। যদিও সেবার ভোটে জিতে ফের বিধায়ক হন ঊষারানি। এনিয়ে ৩ বারের বিধায়ক তিনি। তবে চব্বিশের লোকসভা ভোটে আচমকাই তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষোভপ্রকাশ করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আসলে, ঊষারানি মণ্ডল ও মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডলের সঙ্গে বিজেপির ঘনিষ্ঠতা বাড়ছে বলে তৃণমূল নেত্রীর কাছে অভিযোগ আসছিল। এর পর শনিবার নির্বাচনি জনসভাতেই গরহাজির বিধায়ক। আর তা নিয়েই চটে লাল তৃণমূল নেত্রী। মঞ্চে ঊষারানিকে না দেখে রীতিমতো খেপে যান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'আমি আজই বলে গেলাম, আপনাকে নিয়ে দল চলবে না। ব্লকের যাঁরা আছেন, সংগঠনের যাঁরা আছেন তাঁরা দেখে নেবেন। যতক্ষণ না সে ক্ষমা চাইবে, পায়ে না ধরবে ততক্ষণ ঊষারানি মণ্ডলকে আমরা মানি না, আমরা মানি না, আমরা মানি না।' আগামী ১ জুন, বসিরহাটে লোকসভা ভোট। সন্দেশখালি ইস্যু ঘিরে এই কেন্দ্রের ভোটের দিকে নজর সমস্ত রাজনৈতিক দলের। এদিন, সাকুল্যে ১১ মিনিট বক্তব্য রাখেন তৃণমূল নেত্রী। সেখানে সরাসরি দলের মিনাখাঁর বিধায়ক ঊষারানির নামোল্লেখ করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'তৃণমূলের এমএলএ থাকবেন কিন্তু মিটিংয়ে আসবেন না! বিজেপির সঙ্গে আঁতাত করে দলটাকে বেচে দিতে চাইবেন, এমন মানুষের সঙ্গে দলের কোনো সম্পর্ক থাকবে না।' বস্তুত, মিনাখাঁর তৃণমূল বিধায়কের বিরুদ্ধে বিজেপি ঘনিষ্ঠতার অভিযোগ ছিলই। এদিন তা খোলামঞ্চে হাট করে জানিয়ে মমতা সাফ জানিয়েছেন, 'অন্য দল নিয়ে যেমন বলি তেমন নিজের দলকেও রেয়াত করি না।' 'দল আসল, ব্যক্তি নয়। দল কোনো অন্যায়কে প্রশ্রয় দেয় না, দেবেও না'- মনে করিয়ে মমতা বলেন, 'যতক্ষণ ক্ষমা চেয়ে পায়ে না ধরবে, ততক্ষণ উষারানি মণ্ডলের সঙ্গে আমার বা দলের কোনো সম্পর্ক নেই।'

ভোটের আগে শুক্রবার রাত থেকেই নতুন করে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল নন্দীগ্রাম, খেজুরি। শনিবার ভোটের আগে মহিষাদলে তৃণমূলের এক কর্মীকে খুন করার অভিযোগ উঠেছে বিজেপির বিরুদ্ধে। ওই প্রসঙ্গ টেনে মমতা বলেন, 'মহিষাদলে আমার এক কর্মীকে বিজেপি খুন করেছে। এর রাজনৈতিক বদলা আমি নেবই।' টাকা দিয়ে বিজেপি ভোট কেনার চেষ্টা করছে বলেও অভিযোগ করেন মমতা। তিনি স্লোগান দেন, 'এক দুই তিন চার, বিজেপির হবে হার।' প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে নির্ধারিত সময়ের বহু পরে সভায় এসে পৌঁছোনোর জন্য ক্ষমা চেয়ে নিয়ে মমতা বলেন, '২ ঘণ্টা ধরে অপেক্ষা করেছিলাম। তারপরে আসতে পেরেছি। মা-বোনেদের শুভেচ্ছা, দোয়া, আশীর্বাদ ছিল বলেই এই দুর্যোগের মধ্যেও আসতে পেরেছি।' দ্রুত মিনাখাঁর সভা সেরে এরপর বারাসতের প্রার্থী কাকলি ঘোষ দস্তিদারের সমর্থনে রোড-শো করেন তৃণমূল নেত্রী।

৪ তারিখের পর সুদ সমেত ফেরত দেব : শান্তনু ঠাকুর

সোমনাথ পাল, বাগদা : দলের কর্মী ও সমর্থকদের ওপর হামলার ঘটনায় স্পষ্ট হুঁশিয়ারি দিয়ে বিজেপির প্রার্থী তথা বিদায়ী সাংসদ শান্তনু ঠাকুর শনিবার বলেন, 'বদল নয় বদলা চাই। আগামী ৪ জুন লোকসভা ভোটের ফল ঘোষণা করা হবে। তারপর সুদ সহ সব ফিরিয়ে দেব।' গত ২০ মে বনগাঁ লোকসভার ভোট চলার সময় উত্তর ২৪ পরগণার বাগদা বিধানসভার মালিদহ ১১৭নং বুথের বাইরে তৃণমূল আর বিজেপির কর্মী ও সমর্থকদের মধ্যে গণ্ডগোল বাধে। প্রথমে বচসা, তারপর দু'পক্ষের হাতাহাতি হয়। জখম হন বেশ কয়েকজন বিজেপির কর্মী ও সমর্থক। জখম বিজেপি কর্মীদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পরও তৃণমূল কংগ্রেস তাঁদের ওপর হামলা চালায় বলে অভিযোগ। ভোট পর্ব মিটতেই শনিবার ওই এলাকার জখম দলীয় কর্মীদের সঙ্গে দেখা করতে যান শান্তনু ঠাকুর। সেখানেই শান্তনু ঠাকুর স্পষ্ট হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, 'মারের বদলা মার হবে।' প্রার্থীর সুরে সুর মিলিয়ে বিজেপির বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি দেবদাস মণ্ডল বলেন, 'ওইদিন আমাদের কর্মীদের মারধর করা হলেও পুলিশ কোনো পদক্ষেপ করেনি।' এই অভিযোগ অস্বীকার করে তৃণমূল কংগ্রেসের বাগদা পূর্ব ব্লকের সভাপতি পরিতোষ সাহা বলেন, 'শান্তনু ঠাকুরের সংযত হয়ে কথা বলা উচিত। আমাদের কর্মীরা কাউকে মারধর করেনি। উলটে বিজেপির কর্মীরাই আমাদের ২ কর্মীকে মারধর করেছে।'

উপকূলবর্তী অঞ্চলে রেমাল নিয়ে সতর্ক স্থানীয় প্রশাসন

সুমন তালুকদার, সন্দেশখালি : সুন্দরবনের উপকূলবর্তী এলাকায় ধেয়ে আসছে ঘূর্ণিঝড় রেমাল। আবহাওয়া দফতর এরমধ্যেই সতর্ক করেছে, দুই ২৪ পরগনার সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকায় এই ঝড় আছড়ে পড়বে। তাই আগাম সতর্কতা জেলা প্রশাসনে। উত্তর ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে সন্দেশখালি, হিঙ্গলগঞ্জ ও হেমনগর উপকূল থানা এলাকার বাসিন্দাদের সতর্ক করা হয়েছে। খোলা হয়েছে একাধিক ত্রাণশিবির। বিপর্যয় মোকাবিলা দফতর ও বিদ্যুৎ দফতরকে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। বসিরহাট মহকুমাশাসকের দফতরে ২৪ ঘণ্টার জন্য হেল্পলাইন খোলা হয়েছে। পাশাপাশি সুন্দরবনের সব ক'টি ব্লক অফিসে আলাদা করে হেল্পলাইন ডেস্ক চালু করা আছে। উপকূলবর্তী এলাকার বাসিন্দাদের মাইক প্রচার করে সচেতন করা হচ্ছে। মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। উত্তর ২৪ পরগনার জেলাশাসক শরদকুমার দ্বিবেদী জানান, 'ঘূর্ণিঝড় মোকাবিলায় সব রকম প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। সন্দেশখালি হেমনগর ও হিঙ্গলগঞ্জে একাধিক রেসকিউ সেন্টার চালু হয়েছে। পরিস্থিতি মোকাবিলায় সব জরুরি পরিষেবামূলক দফতরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা হচ্ছে।' আগাম সতর্কতা হিসেবে ঘূর্ণিঝড় রেমাল নিয়ে বাগদার হেলেঞ্চা গ্রামপঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে সচেতনতামূলক প্রচার শুরু হয়ে গেছে।

■ জাপানে ভারতীয় দূতাবাসের উদ্যোগে শনিবার সকালে বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর জন্মদিন উপলক্ষ্যে টোকিওর তামা সমাধিস্থলে শ্রদ্ধা জানানোর অনুষ্ঠানে চন্দননগরের রাসবিহারী রিসার্চ ইনস্টিটিউটের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা জানান ভাস্কর দেব —নিজস্ব চিত্র

কলকাতা জুড়ে ১৪৪ ধারা

১ পাতার পর

৫মোথার মোড় পর্যন্ত রোড-শো করার কথা। ওইদিন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়েরও শহরে পদযাত্রা করার কথা। এনিয়ে এক্স হ্যান্ডেলে বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার পোস্ট করে জানান, মোদীজীর রোড-শো বানচাল করার জন্যই কলকাতা পুলিশ কমিশনারকে দিয়ে এই বিজ্ঞপ্তি জারি করিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অন্যদিকে, সিপিআই(এম) দলের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, 'বিজেপির অভিযোগ মিথ্যা। এভাবে সারা কলকাতা জুড়ে ২ মাস ধরে ১৪৪ধারা জারি করার পেছনে তৃণমূলের অন্য কোনো উদ্দেশ্য রয়েছে।' যদিও এব্যাপারে কলকাতা পুলিশের পক্ষ থেকে কোনো শীর্ষ আধিকারিক মুখ খোলেননি। তবে লালবাজার সূত্রে জানা গেছে, এই জারি করা বিজ্ঞপ্তি আসলে রুটিন অর্ডার। প্রসঙ্গত, ২০২১ সালে বিধানসভা ভোটের পর কলকাতা এলাকায় ব্যাপক সন্ত্রাসের সাক্ষী থেকেছে শহরের মানুষ। বেলেঘাটা এলাকায় এক বিজেপি কর্মীর গলায় তার পেঁচিয়ে খুন করার অভিযোগ ওঠে। আবার বেশ কয়েকটি জায়গায় তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীদের ওপর হামলা চালানো হয় বলেও অভিযোগ ওঠে। হাই কোর্ট, সুপ্রিম কোর্টে সেসব মামলা এখনও চলছে। এবার তাই ওই ধরনের সন্ত্রাস বন্ধ করতে আগাম ব্যবস্থা নিতেই কলকাতা পুলিশের এই বিজ্ঞপ্তি জারি বলে মনে করছেন ওয়াকিবহাল মহল। সেসঙ্গে কলকাতা পুলিশের পক্ষ থেকে এলাকায় শান্তি-শৃঙ্খলা রাখতে ২২০ কোম্পানি কেন্দ্রীয়বাহিনী ভোটের পরও রেখে দিতে চান স্পেশাল পুলিশ অবজারভার। এনিয়ে জাতীয় নির্বাচন কমিশনে চিঠি পাঠিয়েছেন স্পেশাল পুলিশ অবজারভার অলক সিনহা।

ভোটব্যাঙ্কের জন্য ইন্ডি

১ পাতার পর

মোদী বা বিজেপির অন্য কোনো নেতা। এদিন বিহারের মাটিতে দাঁড়িয়ে লালুপ্রসাদ যাদবের পার্টির প্রতীককে কটাক্ষ করে মোদী বলেন, দেশ যখন এলইডি-র যুগে পৌঁছে গেছে, তখন এখানে লণ্ঠন জ্বলছে। তাও শুধু একটি পরিবারেই সে লণ্ঠন আলো দিচ্ছে। তিনি আরও বলেন, জনমত ও ভোটের আনুমানিক ফল যত বেরতে থাকবে, ততই বিরোধীরা ইভিএমের ঘাড়ে দোষ চাপাতে থাকবে। আপনারা আগেও দেখেছেন, এবারেও দেখবেন। এদিন পাটলিপুত্রে প্রচার জনসভায় মোদী আরো এক মজার কথা বলেন। তিনি বলেন, ইন্ডি জোট জিতলে দেশকে ৫ বছরে ৫ প্রধানমন্ত্রী উপহার দেবে। এটাই তাদের ছক। এর জন্য প্রধানমন্ত্রীর কুরসিধরতে মিউজিক্যাল চেয়ারের লড়াইয়ে দাঁড়াবেন তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের ভাইপোও। বিরোধী জোটকে আক্রমণ করে এদিন তিনি বলেন, লোকসভা ভোট সাংসদ নির্বাচনের ভোট নয়। প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনের ভোট। কিন্তু, ইন্ডিয়া জোটের ছক হচ্ছে, ৫ বছরে তারা দেশকে ৫ প্রধানমন্ত্রী দেওয়ার। এই লড়াইয়ে রয়েছেন গান্ধী পরিবারের ছেলে, সমাজবাদী পার্টির পরিবারের ছেলে, ন্যাশনাল কনফারেন্সের পরিবারের ছেলে, এনসিপি পরিবারের কন্যা, টিএমসি পরিবারের ছেলে, আম আদমি পার্টির পরিবারের গিন্নি, ভুয়ো শিবসেনা পরিবারে ছেলে আর আরজেডি পরিবারের ছেলেমেয়েরা। মোদীর কথায়, প্রধানমন্ত্রীর গদি আঁকড়ে ধরতে এইসব পরিবারবাদী দলগুলি আঁকচাআঁকচি করতে থাকবে।

কেজরির আপকে ভোট সনিয়া-রাহুলের প্রিয়ঙ্কার প্রতিক্রিয়া, 'আমরা গর্বিত'

বিশেষ সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি : জোট ধর্মে আস্থা রেখে আপ প্রার্থীকে ভোট দিলেন সনিয়া গান্ধী, রাহুল গান্ধী ও প্রিয়ঙ্কা গান্ধী। কংগ্রেসের দুর্নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন করেই আম আদমি পার্টি (আপ)-এর জন্ম। একসময় সনিয়া গান্ধীর গ্রেফতারির দাবিতে সরব হয়েছিলেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল। দেশের সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্তদের যে তালিকা তিনি তৈরি করেছিলেন, তাতে নাম ছিল রাহুল গান্ধীরও। অথচ গান্ধী পরিবারের সেই সদস্যরাই শনিবার ভোট দিলেন আপকে। শুধু ভোট দিলেন না, আপকে ভোট দিয়ে বেরিয়ে প্রিয়ঙ্কা গান্ধী বলে দিলেন, বিভেদ ভুলে জোটধর্ম পালন করতে পেরে তাঁরা গর্বিত। সেই নেহেরু জমানা থেকে শুরু করে রাহুল গান্ধী, প্রিয়ঙ্কা গান্ধী পর্যন্ত। দেশের রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে থেকেছে গান্ধীদের ৪ প্রজন্ম। কখনো ক্ষমতায়, কখনো বিরোধী শিবিরে। কিন্তু ৪ প্রজন্মের ইতিহাসে সম্ভবত এই প্রথমবার গান্ধীরা ভোট দিতে পারলেন না কংগ্রেসকে। আসলে রাহুলদের নিজেদের ভোট যে নয়াদিল্লি কেন্দ্রে, সেই কেন্দ্রটি এবার জোট সূত্র অনুযায়ী গেছে আপের ভাগে। দারুণ গরমের মধ্যে এদিন সকাল সকালই ভোট দিতে যান রাহুল গান্ধী, সনিয়া গান্ধী। ছেলেমেয়ে-সহ ভোট দেন প্রিয়ঙ্কা গান্ধী, রবার্ট বঢ়রাও। ভোট দেওয়ার পর সেলফিও তোলেন সনিয়া-রাহুল। কিন্তু কেউই ভোট দিতে পারেননি 'হাত' চিহ্নে। নয়াদিল্লি কেন্দ্রটিতে এবার জোট সূত্র অনুযায়ী প্রার্থী ইন্ডিয়া জোটের। ভোটাধিকার যতই গোপনীয় হোক, গান্ধীরা যে ইন্ডিয়া জোটের আপ প্রার্থীকেই ভোট দিয়েছেন, সেটা নিয়ে বোধ হয় কারও মনেই সংশয় নেই। ভোটদানের পর স্বাভাবিকভাবেই হাত চিহ্নে ভোট দিতে না পারা নিয়ে প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়েছে রাহুল, প্রিয়ঙ্কাকে। কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক স্পষ্ট বলে দিলেন, 'আমরা সব বিভেদ দূরে সরিয়ে রেখে সংবিধান ও গণতন্ত্র রক্ষার জন্য ভোট দিচ্ছি। আর এটার জন্য আমরা গর্বিত।'

প্রিয়ঙ্কার এই মন্তব্য থেকে স্পষ্ট, কংগ্রেস হাইকম্যান্ড জোটের স্বার্থে সব রকম আত্মত্যাগে রাজি। জোটধর্মের জন্য চরম প্রতিপক্ষের জন্যও বন্ধুত্বের দরজা খুলে রাখতে রাজি।

অল্পের জন্য প্রাণে রক্ষা পেলেন শতাধিক সন্ন্যাসী

অতনু গোস্বামী, নদিয়া : শুক্রবার রাত প্রায় ৯টা নাগাদ জামালপুর থেকে বাসে করে ফিরছিলেন শতাধিক সন্ন্যাসী। নদিয়ার নবদ্বীপ কৃষ্ণনগর রাজ্য সড়কে গৌরাঙ্গ সেতু রোড টোলগেটের কাছে বাসটি ১টি গাড়িকে ওভারটেক করতে গিয়ে রাস্তার পাশে গর্তের মধ্যে পড়ে কাত হয়ে যায়। চালকের তৎপরতায় বাসটি উলটে যাওয়ার হাত থেকে কোনোমতে রক্ষা পায়। অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে যান বাসে থাকা সন্ন্যাসীরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে নবদ্বীপ থানার পুলিশ। এরপর স্থানীয়দের সাহায্যে বাস থেকে সন্ন্যাসীদের এক এক করে নামিয়ে আনা হয়। জানা গেছে, এদিন পূর্বস্থলীর ব্লকের জামালপুরে বাবা বুড়োরাজ মন্দিরে পুজো দিয়ে শতাধিক সন্ন্যাসী বাসে করে কৃষ্ণনগরের দিকে যাচ্ছিলেন।

৫ দফার ভোট তথ্য বের করল কমিশন

বিশেষ সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি: শনিবার ভারতের নির্বাচন কমিশন চলতি লোকসভা নির্বাচনের প্রথম ৫ দফার ভোটের তথ্য বের করল। সে সঙ্গে কমিশন জানায়, ভোটদানের তথ্য সবসময় প্রার্থী ও জনসাধারণের কাছে সহজলভ্য। নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটে ভোটার ও ভোটদানের তথ্য প্রকাশে কোনো রকম বিলম্ব হয়নি বলে আন্ডারলাইন করেছে কমিশন, কারণ এটি প্রতিটি পর্বের ভোটের দিন সকাল সাড়ে ৯টা থেকে ভোটার টার্নআউট অ্যাপে ৭দিন আর ২৪ ঘণ্টার জন্য উপলব্ধ ছিল বলে সাফ জানিয়েছে কমিশন। প্রসঙ্গত, সুপ্রিম কোর্ট লোকসভা নির্বাচনের সময় তার ওয়েবসাইটে পোলিং বুথ ভিত্তিক ভোটারদের ভোটদানের তথ্য আপলোড করার জন্য একটি এনজিওর আবেদনের ওপর নির্বাচন কমিশনকে আদেশ দিতে অস্বীকার করার একদিন পর ইসিআই চূড়ান্ত ভোটের সংখ্যা প্রকাশ করেছে। পোল প্যানেল এনজিও-র দাবির বিরোধিতা করে বলেছিল যে এটি নির্বাচনি ব্যবস্থার জন্য ক্ষতিকর আর সাধারণ নির্বাচনের মাঝখানে ভোটযন্ত্রে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করবে। নির্বাচন কমিশন এক প্রেস বিজ